দ্য প্যান্থার

ইমরান আহমাদ

সম্পাদনা-পরিষদ

আবদুর রশীদ তারাপাশী

ইমরান রাইহান

আবুল কালাম আজাদ

কালান্তর প্রকাশনী

সূচি

উপক্রমণিকা ১৩

ঝড়ের পূর্বাভাস ১৭

- কিপচাকের পরিচয় ১৮
- বাইবার্সের জন্ম ও দাশবাজারে বিক্রি ১৯
- আইয়ুবি বাহিনীতে বাইবার্স ২০
- ঘুণেধরা আইয়ুবি সাম্রাজ্য ২১
- মুমূর্ষ আইয়ুবি সাম্রাজ্যে প্রাণের স্পন্দন ২২

ক্রুসেডারদের মুখোমুখি বাইবার্স ২৫

- ক্রুসেডের নেতৃত্বে ফরাসি সম্রাট নবম লুই ২৬
- ক্রুসেডারদের মুখোমুখি বাইবার্স ২৯
- বাইবার্সের হাতে প্রিন্স রবার্টের শোচনীয় পরাজয় ৩০
- ফারিসকুর যুদ্ধে বাইবার্সের হাতে ক্রুসেডারদের পরাজয় ৩১
- সম্রাট নবম লুইয়ের পরাজয় ও বন্দিদশা ৩২

মামলুকদের আগমন ৩৪

- মিসরের সিংহাসনে শাজারাতুদ দুর ৩৫

খাওয়ারিজমের বীর ৩৯

- খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যে মোঙ্গল তাণ্ডব ৪২

স্তেপের যোদ্ধা ৪৫

- মোঙ্গলদের পরিচয় ৪৫
- চেঙ্গিস খানের বংশধর ৪৭
- হাশাশিন ৫০

সাম্রাজ্য পতনের দিনগুলো ৫৩

- বাগদাদের আব্বাসি খিলাফহর পতন ৫৪
- বাগদাদে মঙ্গোলদের তাণ্ডব ৫৭

আইন জালুত : অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই ৬১
যুদ্ধের পরামর্শসভা ৬৫
সর্বাত্মক যুদ্ধের ঘোষণা ৬৬
হালাকুর দূত-হত্যা ৬৭
মোঙ্গলদের প্রতিক্রিয়া ৬৯
ঐতিহাসিক আইন জালুত ৭০
শুরু হলো সংঘর্ষ ৭২
শক্তির বোকামি ৭৩
মিদফার ব্যবহার ও বাইবার্সের অসামান্য বীরত্ব ৭৫
ভয়ংকর যুদ্ধ ৭৬
'ওয়া ইসলামাহ, ওয়া ইসলামাহ' ৭৮
মোঙ্গল সেনাপতি কিতবুগার বীরত্ব ও তাকে হত্যা ৭৯
বাইবার্স কর্তৃক মোঙ্গলদের ধাওয়া ৮১
পরাজয়ের পর হালাকুর পদক্ষেপ ৮৩

সুলতান কুতুজ হত্যা ৮৫
কুতুজ হত্যার কারণ ৮৭
মামলুকদের সিংহাসনে আরোহণের পদ্ধতি ৮৯

সুলতান হলেন বাইবার্স ৯১
নতুন রণাঙ্গন ৯৩
হালাকু খানের মুখোমুখি বাইবার্স ৯৬
নুসাইরি সম্প্রদায় ও ভণ্ড ফেদাইন গ্রুপ ৯৮

ফিরে এলো খিলাফাহ ১০১
নতুন খলিফার বাগদাদ আক্রমণ ১০৩

বাইবার্সের সুলতানি রাজ্যশাসন ১০৭
যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন ১০৭
ক্রুসেড নির্মূলে বাইবার্সের অবদান ১০৮
অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষায় বাইবার্সের অবদান ১০৯

বিপদে হালাকু খান ১১১
বার্কে খান-বাইবার্স মৈত্রীচুক্তি ১১১
বার্কে খান ও হালাকু খানের দ্বন্দ্ব ১১২
বার্কে খানের বাহিনীর হাতে হালাকু খানের পরাজয় ১১৩

কারাকের যুদ্ধ ১১৫

পতন হলো শহরগুলির ১১৯
নাজারেথ বিজয় ১১৯
আক্কা অবরোধ ১২০
আরসুফ বিজয় ১২২
নাইটদের পরিণতি ১২২
আতলিত বিজয় ১২৩
হাইফা বিজয় ১২৪

ক্রুসেড-মোঙ্গল যৌথবাহিনী ১২৬
সিজারিয়া অবরোধ ও বিজয় ১২৮
হসপিটালার নাইটদের লজ্জাজনক পরিণতি ১২৯
সিলিসিয়া ১৩০

গন্তব্য আরমেনিয়া ১৩২
সিলিসিয়া বিজয় ১৩২
মারি বিজয় ১৩৩
মামিস্ত্রা, আয়াস, আদানা, তারসুস ও সিস বিজয় ১৩৪
সাফাদ বিজয় ১৩৫
টেম্পলার নাইটদের পরিণতি ১৩৬
আসকালান ও জাফা বিজয় ১৩৬
সাকিফ আরনুন বিজয় ১৩৭
সিলিসিয়া বিজয় ১৩৮

বাইবার্সঝড়ের মুখে এন্টিয়ক ১৪০
এন্টিয়কের পরিচয় ১৪২
এন্টিয়ক আক্রমণ ১৪৩
এন্টিয়ক বিজয় ১৪৫
১৭০ বছরের পুরানো হিসাব ১৪৭

চারিদিকে শত্রু ১৪৯

অ্যাসাসিনদের রাজ্যে ১৫৩
হাশাশিন কারা ১৫৪
সেলজুকদের আক্রমণ ও নেজামুল মুলক তুসি রাহ.-এর শাহাদত ১৫৮
হাশাশিনদের মুখোমুখি বাইবার্স ১৫৯
অবরুদ্ধ হাশাশিন রাজ্য ১৬১
আগাখানিদের পরিচয় ১৬৩

নতুন ক্রুসেডের হাতছানি ১৬৬
অষ্টম ক্রুসেডের পরিণতি ১৬৭
বুর্জ সাফিতা বিজয় ১৭১
কিংডম অব ত্রিপোলি অবরোধ ১৭১

নবম ক্রুসেড ১৭৩
মোঙ্গলদের পলায়ন ১৭৬
মন্টফোর্ট, নাজারেথ ও কাকুন হাতছাড়া ১৭৭
নৌযুদ্ধ ১৭৯
নবম ক্রুসেডের ফল ১৮০

অনন্য বাইবার্স ১৮৪
ক্রুসেড মোকাবিলাকারী কজন বীরশ্রেষ্ঠ ১৮৫
বাইবার্সের কিছু ক্রুসেডকীর্তি ১৮৬

বাইবার্সের বিজয়রথ ১৮৮
নুবিয়া বিজয় ১৮৯
আবারও মোঙ্গলদের মুখোমুখি ১৯১
আনাতোলিয়া ও সেলজুক রোমের পরিচয় ১৯২
আলবিস্তানের মহারণে মোঙ্গল-মামলুক ১৯৬

নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতি ২০০
কায়সারিয়া যুদ্ধ ও মেঙ্গু তিমুরের পরিণতি ২০০
আনাতোলিয়ায় আবাগা খানের নৃশংসতা ২০৩
আর-রুম্মানায় নতুন অভিযান ২০৪
হতাশ আবাগা খানের পলায়ন ২০৫
দশম ক্রুসেডের ব্যর্থ প্রয়াস ২০৬
ক্রুসেডারদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ২০৬

প্যান্থারের বিদায় ২০৮
বাইবার্সের ইনতেকাল ২০৯
বাইবার্সের দাফন ২০৯

একনজরে সুলতান বাইবার্স রাহ. ২১১

বাইবার্স সম্পর্কে কিছু মূল্যায়ন ২১৪

ঝড়ের পূর্বাভাস

খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক। মুসলিম দুনিয়া তখন অতিক্রম করছে ইতিহাসের কঠিনতম ক্রান্তিকাল। চারদিকে শুধু আগুন, রক্ত আর ধ্বংসের কলরোল। পশ্চিম থেকে ধেয়ে আসছে একের পর এক ক্রুসেড। পূর্বদিকে কিয়ামতের বিভীষিকা নিয়ে কড়া নাড়ছে তাতার মরুঝড়। গোবির বুক চিরে জেগে ওঠা ওই ঝড়; সভ্য দুনিয়ার সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে হিংস্রগতিতে এগোচ্ছে। দানবের গ্রাসে ইনসানিয়্যাত হয়ে পড়েছে অপাংক্তেয়। কাপালিকের কৃপাণে মানবতার খাক-খুন গড়াগড়ি খাচ্ছে নৈমিত্তিক। বিধ্বংসী ওই সাইমুমের তাণ্ডব কিন্তু সবচেয়ে বেশি সইতে হয়েছে মুসলিম উম্মাহকেই।

আব্বাসি খিলাফাহর বাইরে মধ্য ও পূর্ব-এশিয়া নিয়ে গড়ে ওঠা বিশাল মুসলিম খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য ছিল মোঙ্গল তুফানের প্রথম শিকার। মাত্র তিন বছরের মাথায় সমগ্র খাওয়ারিজম চলে যায় মোঙ্গল সাম্রাজ্যের পেটের গভীরে।

মোঙ্গলরা ছিল লম্বা-চওড়া চেহারার মানুষ। গায়ের রং হলদেটে। এদের ঘোড়াগুলো খর্বকায় হলেও গতি ছিল তীব্র। এরা ছিল লক্ষ্যভেদী তিরন্দাজ। এদের দূরপাল্লার তির-ধনুক ছিল বিশ্বের ত্রাস। দ্রুতগতি, তিরের প্রাচুর্য, হিংস্রতা এবং পঞ্চপালসদৃশ সংখ্যাধিক্যের কারণে মানুষ এদের তখন ইয়াজুজ-মাজুজ বলেই ভাবত। এদের সংগঠক ছিল অখ্যাত এক তেমুজিন—ইতিহাসকুখ্যাত চেঙ্গিস খান।

১২২৭ খ্রিষ্টাব্দ—বিখ্যাত মোঙ্গল সেনাপতি খেপ নয়ন ও সুবুদাই বাহাদুর আচমকা ঢুকে পড়ে নতুন এক ভূখণ্ডে—কিপচাকে।

কিপচাকের পরিচয়

কিপচাক—বিশাল জনগোষ্ঠীর তুর্কি বংশোদ্ভূত এক উপজাতি। বাঙালিদের সঙ্গে তুর্কিদের পার্থক্য এটাই যে, আমাদের উপজাতিরা হয় সংখ্যালঘু; কিন্তু তুর্কিদের উপজাতিগুলো মূলগোষ্ঠীর তুলনায় হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ। 'কিপচাক' তুর্কি শব্দ, যার অর্থ 'ঠালা গাছের সন্তান'। কিপচাকদের কিংবদন্তি মতে, একদা বিশাল এক ফাঁপা গাছের ভেতর থেকে তাদের এক পূর্বপুরুষ বেরিয়ে আসে, সেই থেকে তাদের নাম হয় কিপচাক। ইসলাম গ্রহণের আগে তুর্কিরা এসব রূপকথায় বিশ্বাস করত। কিপচাকরা ছিল যাযাবর জাতি, ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। জাতিতে কিপচাকের প্রায় সবাই ছিল মুসলিম। কাফকাজ (ককেশাস) পর্বতমালার উত্তরে, ইতিল (ভল্গা) নদীর দক্ষিণে তারা বাস করত। তাদের নামানুসারেই ঘাসে ভরা এই ভূখণ্ড 'কিপচাক স্তেপ' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

বৃহত্তর সারকোসিয়ার অন্তর্গত আধুনিক কাজাখস্তান নামক ভূখণ্ডে অন্যান্য তুর্কি গোত্রের সঙ্গে বসবাস করত 'কুমান' সম্প্রদায়, যারা ছিল কিপচাকেরই একটি শাখাগোত্র। এরা ছিল গোটা স্তেপের মধ্যে সবচেয়ে দুর্ধর্ষ। শৈশবে বন্য নেকড়ে, কৈশোরে বাঘ আর যৌবনে সিংহের সঙ্গে টক্কর দিয়েই বেড়ে উঠত এরা। তাই প্রাকৃতিকভাবেই এরা হতো দুরন্ত—দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। কুমানদের স্থায়ী কোনো বাসস্থান ছিল না। তাঁবু ছিল তাদের নিত্য আবাস। মেষ পালনেই চলত তাদের জীবন-জীবিকা। কুমানদের মেষ ও ঘোড়া ছিল অসংখ্য। মেষের গোশত ও দুধ ছিল তাদের প্রধান খাবার। ঘোড়া ছিল বাহন। মেষের মিহি লোম থেকেই বোনা হতো তাদের পোশাক। তাই মেষপাল ছিল তাদের পরমপ্রিয়। মেষের জন্য ওরা যুদ্ধে জড়াতেও কুণ্ঠিত হতো না। অন্যদের মেষপাল লুটে নেওয়া এবং নিজেদেরটা রক্ষা করাই ছিল তাদের দৈনন্দিন কাজ।

কিপচাক স্তেপে যেমন প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব ছিল না, তেমনই অভাব ছিল না বিপদাপদেরও। চিতা ও শেয়াল ছিল মেষপালের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ। কিপচাকের চিতা ও শেয়াল কেমন হিংস্র ছিল, সেখানকার সামান্য বিড়ালের হিংস্রতায়ই সেটা বোঝা যায়। কিপচাকের বিড়ালগুলো এতই দুরন্ত ও হিংস্র ছিল যে, এরা যাযাবরদের বড় বড় তুর্কি মোরগ শিকার করে পুরোটাই সাবাড় করে ফেলত। কিপচাক স্তেপে ফলত প্রচুর পরিমাণ শাকসবজি। এই সবজির উপর ক্ষণে ক্ষণে দলবেঁধে হামলে পড়ত স্তেপের দুষ্টু কাঠবিড়ালী।

প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বিরূপ এই পরিবেশের কারণেই কুমানরা ছিল নিষ্ঠুর, হিংস্র

ও দুরন্ত যোদ্ধা। তরবারি হাতে সম্মুখযুদ্ধে এরা ছিল অজেয়। আক্রমণ, আত্মরক্ষা ছাড়াও অবসরে এরা তাঁবুতে বসে থাকত না। তখন এরা মেতে উঠত স্তেপের হরিণ শিকারে।

বাইবার্সের জন্ম ও দাসবাজারে বিক্রি

১৯ জুলাই ১২২৩। দুর্ধর্ষ সব যোদ্ধাদের আঁতুড়ঘর কিপচাক স্তেপের এই কুমান গোত্রেই জন্ম নেন দুরন্ত এক সেনানায়ক—বে-বার্স। তুর্কিতে বে অর্থ প্রধান; আর বার্স মানে চিতা। অতএব, বে-বার্সের পুরো অর্থ দাঁড়ায় প্রধান চিতা। বে-বার্সের আরবি রূপই হচ্ছে বাইবার্স। পরবর্তীকালে নামের যথার্থতা প্রমাণ করেই মুসলিম ইতিহাসে তিনি 'চিতারাজ'; আর ইউরোপীয় ইতিহাসে 'দ্য প্যান্থার' হিসেবে অমর হয়ে আছেন।

কিপচাকবাসী দুর্ধর্ষ হলেও নিজেদের ভূখণ্ডে আচমকা নতুন এক জাতির আগমন দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ভেসে যায় বিদ্যুদ্‌গতির মোঙ্গল সয়লাবে। পতন ঘটে চিরস্বাধীন কিপচাক ভ্যালির। ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় কুমানসহ কিপচাকের অন্যান্য সম্প্রদায়ও। পুরুষরা হয় গণহারে নিহত। মেয়ে ও শিশুরা হয় বাজারের পণ্য—মামলুক তথা দাস। এই দাসদের মধ্যে পাঁচ বছরের শিশু বাইবার্সও ছিলেন একজন। কে জানত, কালক্রমে এ শিশুই হবে মোঙ্গলদের জীবন্ত ত্রাস, গুপ্তঘাতকদের অভিশাপ, ক্রুসেডের সর্বনাশ।

মোঙ্গলরা অন্য সবার সঙ্গে তাঁকেও দাসবাজারে বিক্রি করে দেয়। শুরু হয় তাঁর নতুন জীবন—মামলুক অধ্যায়। স্বাধীন হয়ে জন্মেও দেশ থেকে মহাদেশে চলে তাঁর দাসত্বের ঘূর্ণন। বছরান্তে ছয় বছরের বাইবার্স দাস ব্যবসায়ীদের সঙ্গে রাশিয়া থেকে আসেন দামেশকে। মাত্র ৮০০ দিরহামে দ্বিতীয়বার বিক্রি হন ধনাঢ্য এক ব্যক্তির কাছে। তিন বছর পর; চোখের ছানির কারণে সে ব্যক্তি তাঁকে ফিরিয়ে দেন সেই ব্যবসায়ীর কাছেই। কিছুদিন পর আইতাকিন বানদুকদার নামক এক সেনানায়ক হামার দাসবাজার থেকে তৃতীয়বারের মতো তাঁকে কিনে নেন নামমাত্র মূল্যে। এবার তাঁর গন্তব্য আফ্রিকার কায়রো। কারণ, আইতাকিন ছিলেন মিসরের আইয়ুবি সাম্রাজ্যের একজন অভিজ্ঞ জেনারেল।

এই সেই আইয়ুবি সাম্রাজ্য, যার ভিত্তি গড়ে উঠেছিল 'গ্রেট সালাদিন' খ্যাত সুলতান সালাহুদ্দিন ইউসুফের রক্ত-ঘামে। ১১৭৪ খ্রিষ্টাব্দে গাজি সালাহুদ্দিন তাঁর

বাবা নাজমুদ্দিন আইয়ুবের নামানুসারে গোড়াপত্তন করেন আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশব্যাপী এই সুবিশাল সাম্রাজ্যের। কিন্তু সালাহুদ্দিনের গড়া বিশাল এই সাম্রাজ্যের ক্ষয় শুরু হয় তাঁর মৃত্যুর পর।

সালাহুদ্দিন তাঁর একক প্রচেষ্টায় ক্রুসেডারদের নাগপাশ থেকে দীর্ঘ ৮৮ বছর পর ১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দে পুনরুদ্ধার করেন বায়তুল মাকদিস। হাত্তিনযুদ্ধের অনিবার্য ফলস্বরূপ আপনাতেই মুসলিম অধিকারে চলে আসে লেভান্টের অংশবিশেষ। প্রতিশোধ নিতে ইংল্যান্ড সম্রাট রিচার্ড দ্য লায়নহার্টের নেতৃত্বে ঘোষিত হয় তৃতীয় ক্রুসেড। তুমুল যুদ্ধের পর ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ শহর আক্কা (আক্রা) অধিকার করে নেন রিচার্ড। টানা পাঁচ বছরের মরণপণ লড়াই শেষে দুই পক্ষ সন্ধি করতে বাধ্য হয়। ততদিনে লেভান্ট ব্যতীত সমগ্র এলাকা চলে গেছে সালাহুউদ্দিন আইয়ুবির দখলে। তিনি তাই ক্রুসেডারদের হাতে লেভান্ট ছেড়ে দেন। তার উদ্ধারের ভার তুলে দেন পরবর্তী প্রজন্মের কাঁধে। কী আশ্চর্য! এ ভার বহন করতে হয়েছে উম্মাহর দীর্ঘ ৭১টি বছর। ১২৬৩ খ্রিষ্টাব্দে এসে প্রায় পুরো লেভান্ট মাত্র একটা টর্নেডো অভিযানেই উদ্ধার করেন একজন লৌহমানব। নাম তাঁর রুকনুদ্দিন বাইবার্স।

সালাহুদ্দিন আইয়ুবির পর আইয়ুবি বংশের অকর্মণ্যতায় ক্ষয় হতে থাকা বিশাল সাম্রাজ্যটি অবশেষে ৭৬ বছরের মাথায় ১২৫০ খ্রিষ্টাব্দে বিলীন হয়ে যায়। আইয়ুবি সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে যায় নতুন ইমারাহ—মামলুক সাম্রাজ্য। তবে হ্যাঁ, আইয়ুবি বংশের সবাই যে অথর্ব ছিলেন তা ঢালাওভাবে বলা যাবে না। উজ্জ্বল ব্যতিক্রম দু-একজন অবশ্যই ছিলেন। তাঁদেরই অন্যতম একজন ছিলেন সুলতান আল মালিকুস সালিহ নাজমুদ্দিন আইয়ুব।[১]

আইয়ুবি বাহিনীতে বাইবার্স

আইতাকিন বাইবার্সকে নিয়ে কায়রো পৌঁছান। সেখানে তখন ক্ষমতাসীন সুলতান আস সালিহ। আইতাকিন ছিলেন আস সালিহের নামকরা জেনারেল। আড়ধনু

১ আল মালিকুস সালিহ নাজমুদ্দিন আইয়ুব আইয়ুবি রাজবংশের শেষদিকের সুলতান। পুর্বসূরি অকর্মণ্য সুলতানদের ভীড়ে তিনি ছিলেন একজন যোগ্য শাসক। উম্মাহর কল্যাণচিন্তায় তিনি নানা পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তিনি ৬০৩ হিজরিতে কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। ৬৪৭ হিজরিতে মারা যান। তাঁর জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি হলো, ১২৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো ক্রুসেডারদের হাত থেকে বাইতুল মাকদিস উদ্ধার করেন। তাঁর জীবনী জানতে দেখুন— *আল ওয়াফি বিল ওফায়াত* : ৩/৩৫০; *আল মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার* : ১/৪৩৩